ব্যবসায় উদ্যোগ

ইউনিট ১০

ভূমিকা

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক জনাব নাফিম ইফরান ক্লাসে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদেরকে তার দুই বন্ধুর গল্প শুনালেন। এক বন্ধু যিনি বেশ কয়েক বছর বিদেশে থেকে সম্প্রতি দেশে ফিরে এসে এলাকায় একটি লাইব্রেরি ও খেলার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। উদ্দেশ্য হল এলাকার কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতিদের জ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেয়া। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক উন্নয়ন ঘটানো। অন্য বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে চাকুরি না করে নিজের কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরির জন্য এলাকায় একটি দেশি মুরগির খামার দিলেন এবং যেখানে তার নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি এলাকার বেশ কয়েকজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। জনাব নাফিম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখলেন তার দুই বন্ধুর কর্মকাণ্ডকে কী বলে অভিহিত করা যায়? সবাই বললেন ব্যবসায় উদ্যোগ। তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, দুটিই উদ্যোগ। তবে প্রথম বন্ধুর কাজটি সামাজিক উদ্যোগ এবং দ্বিতীয় জনের কর্মকাণ্ডটি ব্যবসায় উদ্যোগ। এ ইউনিটে আমরা উদ্যোগের ধারণা, ক্রমবিকাশ, উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য, সফল উদ্যোক্তার গুণাবলিসহ ব্যবসায় উদ্যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : উদ্যোগের ধারণা ও এর ক্রমবিকাশ
পাঠ-১০.২ : ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি
পাঠ-১০.৩ : সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি
পাঠ-১০.৪ : আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার গুণাবলি সনাক্তকরণ
পাঠ-১০.৫ : ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ
পাঠ-১০.৬ : বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা ও তা দূরীকরণের উপায়
পাঠ-১০.৭ : জাতীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তা
পাঠ-১০.৮ : আঞ্চলিক পর্যায়ের সফল আত্মকর্মসংস্থানকারী ও সফল উদ্যোক্তা কাহিনী
পাঠ-১০.৯ : বাংলাদেশের ব্যবসায়ে নারী উদ্যোক্তার ধারণা, সফলতার কাহিনী ও সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

পাঠ-১০.১ উদ্যোগের ধারণা ও এর ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উদ্যোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় উদ্যোগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- উদ্যোগের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উদ্যোগ, ব্যবসায় উদ্যোগ, ক্রমবিকাশ

উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা

সাধারণ অর্থে, যে কোনো কর্মপ্রচেষ্টাই উদ্যোগ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এলাকার জনসাধারণের বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি হাসপাতাল স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। তিনি ব্যক্তিগত অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করে হাসপাতালটি স্থাপন করেন এবং ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ করেন। এটি তার দৃঢ় মনোবল ও উদ্যোগ গ্রহণের ফসল। এভাবে সকল প্রকার জনহিতকর কাজ যেমন, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও খেলাধূলার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা উদ্যোগের ফসল। ব্যবসায় স্থাপন বা প্রতিষ্ঠাও কোন একজন ব্যক্তি বা কয়েকজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। একটি ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়টি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনাই ব্যবসায় উদ্যোগ। বিশদভাবে বলতে গেলে, ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বোঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা। যিনি ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনিই ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

যে ব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন করেন ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন তিনি ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা। ব্যবসায় উদ্যোগ (Entrepreneurship) এবং ব্যবসায় উদ্যোক্তা (Entrepreneur) শব্দ দুটি একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে যিনি ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনিই ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

অন্যদিকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়টি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনাই ব্যবসায় উদ্যোগ। বিশদভাবে বলতে গেলে, ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বুঝায়, লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা।

উদ্যোগ ধারণার ক্রমবিকাশ

Entrepreneur শব্দটি ফরাসি শব্দ Entrepretre থেকে এসেছে যার অর্থ কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা বা শুরু করা। ইংরেজিতে Entrepreneur শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে যিনি কোন ব্যবসায় শুরু করেন। যে ব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন করেন ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তিনি ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা। অর্থনীতিবিদ রিচার্ড ক্যানটিলন (Richard Cantillon) ১৭২৫ সালে সর্বপ্রথম ব্যবসায় উদ্যোগ শব্দটি অর্থনীতিতে ব্যবহার করেন। জে. বি সে ১৮০৩ সালে ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে একজন অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করেন। যোসেফ সুমপিটার (১৯৩৪) এর মতে 'ব্যবসায় উদ্যোক্তাগণ হচ্ছেন উদ্ভাবক যারা নতুন পণ্য বা সেবা-সামগ্রী ও প্রচলিত কোন পণ্য বা সেবা-সামগ্রীকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ শব্দ দুটি কি একই অর্থ বহন করে? অল্প কথায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণ অর্থে, যে কোনো কর্মপ্রচেষ্টাই উদ্যোগ।
- একটি ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়টি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা করা ব্যবসায় উদ্যোগ।
- ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বোঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা।
- যিনি ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনিই ব্যবসায় উদ্যোক্তা।
- Entrepreneur শব্দটি ফরাসি শব্দ Entrepretre থেকে এসেছে।
- Entrepreneur শব্দটির অর্থ কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা বা শুরু করা।
- যে ব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন করেন ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তিনি ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা।
- ক্যানটিলন ১৭২৫ সালে সর্বপ্রথম ব্যবসায় উদ্যোগ শব্দটি অর্থনীতিতে ব্যবহার করেন।
- জে. বি সে ১৮০৩ সালে ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে একজন অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে অভিহিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. Entrepreneur নিম্নের কোন দেশের শব্দ?

ক. যুক্তরাজ্য খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. ফ্রান্স ঘ. জার্মানি

২. নিচের কোন্‌টি ব্যবসায় উদ্যোগ?

ক. ফুল চাষ খ. ফুলের বাগান করা
গ. ফুল বিক্রি ঘ. ফুল চাষ ও বিক্রি

৩. সর্বপ্রথম কে ব্যবসায় উদ্যোগ শব্দটি অর্থনীতিতে ব্যবহার করেন?

ক. এডামস্মিথ খ. সুমপিটার
গ. ক্যানটিলন ঘ. ড. ইউনুস

৪. কে উদ্যোক্তাকে একজন অর্থনৈতিক প্রতিনিধি মনে করেন?

ক. সুমপিটার খ. এডামস্মিথ
গ. ক্যানটিলন ঘ. জেবিসে

পাঠ-১০.২ ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পাথর্ক্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ব্যবসায় উদ্যোগের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য

উদ্যোগ যেকোন বিষয়ের ব্যাপারেই হতে পারে কিন্তু লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করাই হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনে করো তুমি বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করতে পারো। এখন নতুন এক ধরনের বেতের চেয়ার দেখে সেটা বানানোর চেষ্টা করলে। এটা তোমার উদ্যোগ। এখন তুমি যদি অর্থ সংগ্রহ করে বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরির দোকান স্থাপন করে সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করো, তখন এটি হবে ব্যবসায় উদ্যোগ।

ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য

ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। একজন উদ্যোক্তার সকল কার্যাবলিকেই উদ্যোগ বলা হয় যার প্রাথমিক লক্ষ হল নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এটি ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের একটি কর্ম প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা। অর্থাৎ নতুন কিছু সৃষ্টির পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যবসায় স্থাপনসংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড সফলভাবে পরিচালনা করতে ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তা করে। ব্যবসায় উদ্যোগকে একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ ঝুঁকি আছে জেনেও লাভের আশায় নতুন কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ও তা পরিচালনা করা হয়। ব্যবসায় উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করে উদ্যোক্তার সাহস, মেধা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রর্দশনের উপর। অন্যদিকে ব্যবসায় উদ্যোগ হচ্ছে সৃজনশীলতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের একটি ক্ষেত্র। ব্যবসায় উদ্যোগ প্রকৃতপক্ষে একটি উদ্ভাবনকে ধারন করে সৃষ্ট হয় এবং উক্ত উদ্ভাবনকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করে। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা শুধু নিজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন না, পাশাপাশি সে অন্যের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকেন। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয়। ফলে যেমন মূলধন গঠন হয় তেমনি মানব সম্পদেরও উন্নয়ন হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ দেশের আয় বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারে। ব্যবসায় উদ্যোগের ফলে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ব্যবসায় উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে অণুপ্রাণিত করে।

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পাথর্ক্য

আমরা জানি, আত্মকর্মসংস্থান হলো নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নূন্যতম ঝুঁকি নিয়ে আত্ম প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা। আমাদের চারপাশে এমন অনেক আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড দেখা যায়। কলেজ গেইটের পাশে যে চানাচুর বা আমড়া বিক্রি করে সেটিও তাদের আত্মকর্মসংস্থান। এরকম নানাবিধ জীবিকার উপায় আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। হাঁস-মুরগি পালন, নার্সারি, ফুলের চাষ, বেতের সামগ্রি তৈরি, টেইলারিং ও মৌমাছি চাষ ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানের আওতাভুক্ত।

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের চিন্তা করে কাজে হাত দেন। তিনি সাধারণত প্রচলিত যে কোন কর্মকে জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। যার মধ্যে সাধারণত নতুনত্ব বা সৃজনশীলতা থাকে না। নিজের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও মুনাফা অর্জনই আত্মকর্মসংস্থানকারীর প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যদিকে একজন উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য কাজ শুরু করলেও তিনি নতুন পণ্য বা সেবা সামগ্রীর উৎপাদন করে ব্যবসায় শুরু করেন, উক্ত পণ্যের বাজার চাহিদা সৃষ্টি করেন, আবার বাজারে প্রচলিত দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেও অল্প দিনের মধ্যে তিনি উদ্দ্যম, সাহস ও সৃজনশীলতা দিয়ে অনেকের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। উদ্যোক্তার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে তার ব্যবসায় শুরু করেন। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদোক্তায় পরিণত হবেন, যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থানের চিন্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন, ঝুঁকি আছে জেনেও এগিয়ে যান এবং একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেক্ষেত্রে সকল ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে আত্মকর্মসংস্থানকারি বলা গেলেও সকল আত্মকর্মসংস্থানকারিকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা যায় না। (an entrepreneur is self-employed, but someone who is self-employed isn't necessarily an entrepreneur)

ব্যবসায় উদ্যোগের কার্যাবলি

ব্যবসায় উদ্যোগ সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে আলাদা। ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে নতুনত্ব, সৃজনশীলতা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত। ব্যবসায় উদ্যোক্তা যা করেন তাই ব্যবসায় উদ্যোগ কার্যাবলি। ব্যবসায় উদ্যোগের কার্যাবলি বহুমুখী। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে তিন ধরনের কাজ পরিচালনা করতে হয়। প্রথমত, ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগৃহিত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, মুনাফা পরিকল্পনা, সংগৃহিত তথ্য ও উপাত্ত পুণঃমূল্যায়ন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ব্যবসায় উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়। উদ্যোগ গ্রহণই ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান কাজ। যিনি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তিনি ঝুঁকি মোকাবিলা করার সাহস নিয়েই ব্যবসায়ে আসেন। তবু তাকে উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সংগৃহিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হয়। ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নতুন পণ্য বা সেবা আবিষ্কার করতে হয়। উদ্যোক্তা তার বিনিয়োজিত মূলধনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা অবশ্যই দেশের প্রচলিত আইন ও সামাজিক রীতি-নীতি দ্বারা সমর্থিত হয়। ব্যবসায় উদ্যোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তার উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য বা সেবা সামগ্রীর বাজার সৃষ্টি করা। কারণ বাজার সৃষ্টি করতে না পারলে ঝুঁকির পরিমাণ বেড়ে যায়। ভোক্তার মনোভাব ও চাহিদা অনুযায়ী বাজার সৃষ্টি করতে পারলে সাফল্যের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। উদ্যোক্তা নিজস্ব বা ধার করা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেও ব্যবসায়ের এক পর্যায়ে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। তাই মূলধন সংগ্রহ করা এবং মূলধন সংগ্রহের উৎস ও কৌশল জানা ব্যবসায় উদ্যোগের কাজ। ব্যবসায়িক যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, বাজার সম্প্রসারণ, নতুন নতুন উপযোগ সৃষ্টি ব্যবসায় উদ্যোগের অন্যতম কাজ। ব্যবসায়কে যেহেতু সবসময় ঝুকিঁ ও প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে হয় সেজন্য উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। সাথে সাথে পণ্যের মান, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও উদ্যোক্তাকে দৃষ্টি রাখতে হয়। উদ্যোক্তার অন্যতম কাজ সময়ের দাবিতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। আবার ব্যবসায় উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাব্য সকল কারণ ও ঝুকিঁ মোকাবেলায় সবসময় প্রস্তুত থাকাও উদ্যোক্তার কার্যাবলির মধ্যে পড়ে। সর্বোপরি উদ্যোগের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের সাথে সমাজের আরো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ব্যবসায় উদ্যোক্তার অন্যতম কাজ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবসায় উদ্যোগের ৫টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন • •

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় উদ্যোগ ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের একটি কর্ম প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা।
- নতুন কিছু সৃষ্টির পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
- ব্যবসায় উদ্যোগকে একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়।
- উদ্যোক্তা শুধু নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে না, পাশাপাশি সে অন্যের জীবিকার ব্যবস্থা করতে থাকেন।
- ব্যবসায় উদ্যোগের ফলে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন্‌টি উদ্যেক্তার কাজ?

ক. কর্মসংস্থান করা
খ. চাকরি খোঁজা
গ.আত্মকর্মসংস্থান করা
ঘ. নিজের কর্মসংস্থানের সাথে সাথে অন্যের জন্য কিছু করা

২. নিচের কোন্‌টি ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য?

ক. অন্যকে অনুসরণ করা
খ. অপরের অধীনে কাজ করা
গ. অধিক লাভ নিশ্চিত করা
ঘ. সৃজনশীলতা প্রদর্শন করা

৩. নিচের কোনটি ব্যবসায় উদ্যোগ?

ক. বাড়ির খালি জায়গায় বাগান করা
খ. দূর্গম স্থান থেকে মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা
গ. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে গাড়ি চালনা করা
ঘ. মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করা

৪. ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য–

i. সৃজনশীলতা
ii. ঝুঁকি এড়ানোর মানসিকতা
iii. পুঁজি সংগ্রহের দক্ষতা

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii.
খ. ii ও iii.
গ. i ও iii.
ঘ. i, ii ও iii.

পাঠ-১০.৩ সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উদ্যোক্তার গুণাবলি, সৃজনশীলতা

ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা থেকে উদ্যোক্তার গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। অনেক সময় বলা হয় যে, উদ্যোক্তাগণ জন্মগতভাবেই উদ্যোক্তা। অর্থাৎ জন্মসূত্রেই তিনি বহু ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হন যা তাকে উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সহায়তা করে। বর্তমান সময়ে অবশ্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায়। একজন উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান গুণসমূহ হল ১. আত্মবিশ্বাস ২. স্বাধীনচেতা মনোভাব ৩. উদ্যম ৪. সাহস ৫. অধ্যবসায় ৬. সংবেদনশীলতা ৭. সৃজনশীলতা ৮. উদ্ভাবনি শক্তি ৯. কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ১০. ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা ১১. নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ১২. পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি।

উদ্যোক্তাগণ দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো চিহ্নিত করে তা বাণিজ্যিক লক্ষ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম। শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকার প্রদত্ত সুযোগের ব্যবহারে তারা দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সীমিত সম্পদের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সফল উদ্যোক্তাগণ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে বাধাগুলো আগে থেকে অনুমান করেন এবং সেগুলো মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলা এবং অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সফল উদ্যোক্তার বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হয়। তারা ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিচক্ষণতার সাথে নিরূপন করেন এবং তা এড়ানো বা কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ সফল উদ্যোক্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

ব্যবসায় থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের অনিশ্চয়তাকেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হয়। একজন সফল উদ্যোক্তা পূর্বেই ঝুঁকির সম্ভাব্য কারণ ও মাত্রা অনুমান করেন এবং সেগুলো মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সফল উদ্যোক্তা গতিশীল নেতৃত্ব গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন। তিনি পুঁজি সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংস্থান ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত ও জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তা গভীর জ্ঞান রাখেন। প্রচলিত প্রযুক্তির সাথে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করা সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তার ধারণা সময়োপযোগী। উদ্ভাবনী শক্তির বলে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার নতুন উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ এবং তা ব্যবহার করেন। তারা শিল্প উদ্যোগের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করেন।

উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জমূলক কাজ করতে বিশেষ আনন্দ পান। ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে নিরলস শ্রম দেন এবং ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস পরিহার করেন। তিনি নিজের ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তের প্রতি এত আস্থাশীল যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবিরাম কাজ করেন এবং ফলাফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত থাকেন। কোনো কারণে প্রথম বার ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ খুঁজে দ্বিতীয় বার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। কাজে সাফল্য অর্জনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রকৃত উদ্যোক্তারা নিজেদের ভুল অকপটে স্বীকার করেন এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ। সফল উদ্যোক্তা তাদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্তি ও অসীম আনন্দ পান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	তোমার দৃষ্টিতে ব্যবসায় উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কোন গুণটি সবার পূর্বে প্রয়োজন ৫টি বাক্যে যুক্তি দিন।

সারসংক্ষেপ

- একজন উদোক্তার প্রধান প্রধান গুণসমূহ হল আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনচেতা মনোভাব, উদ্যম, সাহস, অধ্যবসায়, সংবেদনশীল, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনি শক্তি, কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা, ঝুঁকি গ্রহনের ক্ষমতা, নেতৃত্বদানের যোগ্যতা, পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি।
- ব্যবসায় থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের অনিশ্চয়তাই ঝুঁকি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন্‌টি উদ্যেক্তার গুণ?

ক. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ খ. কর্মচারিদের চোখে চোখে রাখা

গ. ঝুঁকি এড়িয়ে চলা ঘ. আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করা

২। নিচের কোন্‌ বৈশিষ্ট্যটি উদ্যোক্তার এড়িয়ে চলা উচিত?

ক. নেতৃত্বদানের যোগ্যতা খ. পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা

গ. স্বাধীনচেতা মনোভাব ঘ. কর্মচারিদের চাপের মুখে রাখা

৩। নিচের কোন্‌টি ব্যবসায় উদ্যোগ?

ক. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা খ. বাড়ির আশেপাশে বৃক্ষ রোপন

গ. খেলনা তৈরি করে বিক্রি ঘ. ক্রিকেট খেলা আয়োজন ও পরিচালনা

৫. উদ্যোক্তার গুণ হচ্ছে–

i. দূরদর্শীতা ii. ঝুঁকি মোকাবেলা করার সাহস iii. সৃজনশীলতা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার গুণাবলি সনাক্তকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আত্মবিশ্লেষণ এর মাধ্যমে উদ্যোক্তার গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	আত্মবিশ্লেষণ

যে কোন ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে উক্ত ব্যবসায় করার সক্ষমতা আছে কিনা যাচাই করা প্রয়োজন । এর প্রধান কারণ হলো ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ বা অকৃতকার্য হওয়ার ঝুঁকি আছে। ফলে ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে সক্ষমতা যাচাই করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের মধ্যে কী কী গুণ বা দোষ বা দূর্বলতা আছে তা নিজেই যাচাই করা, মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াকে আত্মবিশ্লেষণ বলে। আত্মবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় একজন নতুন উদ্যোক্তা তার ভেতরে গুণগুলোর অবস্থান জেনে নিতে পারে এবং যে গুণগুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন তাও সনাক্ত করতে পারে।

উদ্যোক্তার কোন্ গুণগুলো শক্তিশালীভাবে আপনার মধ্যে আছে এবং কোন গুণগুলো আপনার আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন চিহ্নিত করুন।

উদ্যোক্তার গুণ	যা আপনার মধ্যে আছে	যে গুণগুলো আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন
• স্বাধীনচেতা মনোভাব		
• দুরদর্শিতা		
• সাংগঠনিক ক্ষমতা		
• অধ্যবসায় ও পরিশ্রম		
• ঝুঁকি গ্রহণের সাহস		
• সৃজনশীলতা		
• নমনীয়তা		
• আত্মবিশ্বাস		
• কৃতিত্ব অর্জনের আকাঙ্খা		
• চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা		
• ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা		
• নেতৃত্বদানের যোগ্যতা		
• সামাজিক কল্যাণ সাধন		

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আত্মবিশ্লেষণের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন?

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে সক্ষমতা যাচাই করে নেয়া অর্থাৎ নিজের কী কী গুণ বা সবলতা এবং দোষ বা দূর্বলতা আছে তা নিজেই যাচাই করা, মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াই আত্মবিশ্লেষণ।
- আত্মবিশ্লেষণ উদোক্তার সফলতার অন্যতম পূর্বশর্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ - ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মিস শুভেচ্ছা ঢাকার নিউ মার্কেটের শুভেচ্ছা ফ্যাশন হাউজ এর মালিক। তিনি শুধু মহিলাদের উপযোগী নানা ধরনের কাপড় ও রূপচর্চা সামগ্রী বিক্রি করে থাকেন। প্রতিটি শাড়ি ও ব্লাউজে তার নিজস্ব নান্দনিক চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন থাকে। তার দোকানে তিন জন নারীকর্মী কাজ করে। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে আরো নারীদের কাজের ব্যবস্থা করা।

১। কোনটি মিস শুভেচ্ছার উদ্যোক্তাসুলভ গুণ?

ক. নিউ মার্কেটে দোকান পরিচালনা করা খ. মহিলাদের কাপড় বিক্রি করা

গ. নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা করা ঘ. নিজস্ব নান্দনিক চিন্তা প্রয়োগ

২। নারীদের কাজের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা মিস শুভেচ্ছার কোন্ ধরনের চিন্তা ?

(ক) নারীকে সম্মান করা (খ) পুরুষদের বঞ্চিত করা

(গ) নারীর সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করা (ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করা

পাঠ-১০.৫ ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশের উপাদানগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উন্নত অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ, সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতা।

আমরা জানি যে কোন ব্যবসায়ের সাফল্য-ব্যর্থতা ও প্রসার নির্ভর করে পরিবেশের উপর। ব্যবসায় উদ্যোগের সাথেও পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায় পরিবেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত নানা উপাদানের সহায়ক ভূমিকা ছাড়া সম্ভব নয়। উন্নত বিশ্বের দিকে যদি লক্ষ করি তাহলে দেখা যায় যে, তাদের অগ্রগতির অন্যতম কারণ হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ। আমাদের দেশে মেধা, মনন ও দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার কোন ঘাটতি নেই। শুধুমাত্র অনুকূল পরিবেশের অভাবে আমাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার জন্য নিম্নোক্ত অনুকূল পরিবেশ থাকা উচিত ঃ

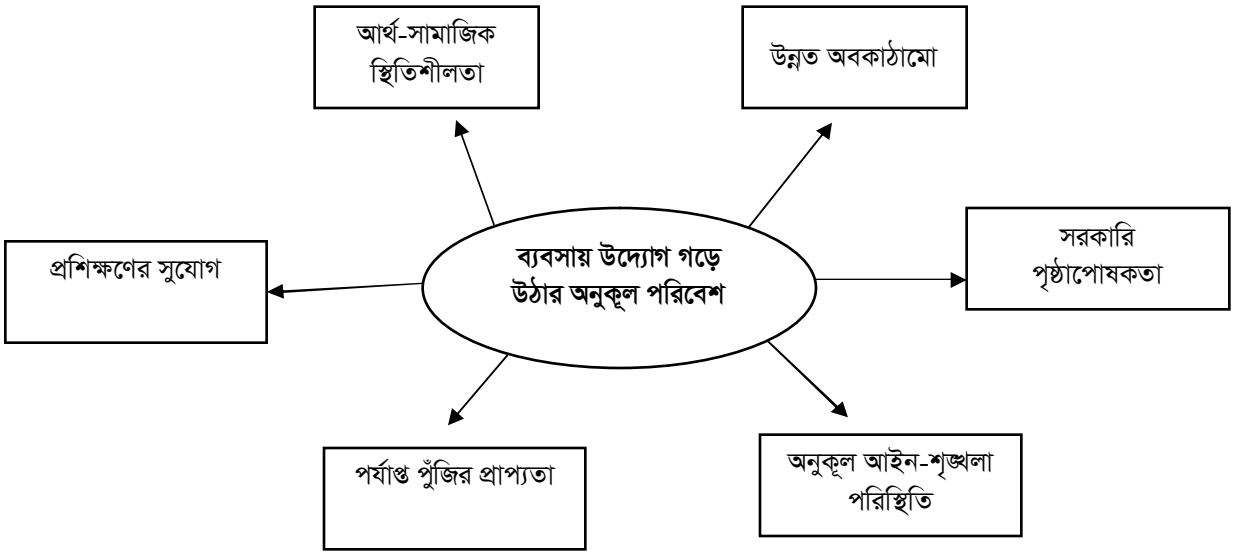

- **আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা:** অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা যেমন ব্যবসায় উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, তেমনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ব্যবসায় উদ্যোগের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সরকারের গৃহিত অর্থনৈতিক নীতিমালা যেমন কর নীতিমালা, রাজস্ব নীতিমালা, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, বিনিয়োগ নীতি, মুদ্রানীতি উদ্যোগ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে দেশের জনগণের রুচিবোধ, মূল্যবোধ, ক্রয়-ক্ষমতা ইত্যাদিও উদ্যোগ উন্নয়নে প্রভাব রাখে।
- **উন্নত অবকাঠামো:** ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আনুষঙ্গিক কিছু সুযোগ সুবিধা, যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দরকার। ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই সকল উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা যখন কোন ব্যবসায় উদ্যোক্তা ব্যবসায় স্থাপন বা বিদ্যমান ব্যবসায় প্রসার ঘটানোর জন্য মনঃস্থির করেন তিনি তখন বিদ্যমান অবকাঠমোগত সুযোগ-সুবিধা যেমন, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যাতায়াত ব্যবস্থা বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন।

- **সরকারী পৃষ্ঠাপোষকতা:** সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দেশের ব্যবসায় উদ্যোগের আরও সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব। সরকারি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যেমন কর মওকুফ, স্বল্প বা বিনা সুদে মূলধন প্রাপ্তি, আমলাতান্ত্রিকতা ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি ইত্যাদি ব্যবসায় উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।
- **অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি:** আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা সহজ হয়। অন্যদিকে অস্থিতিশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। ঘন ঘন হরতাল, অবরোধ, চাদাঁবাজি ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দলাদলি কোন নতুন উদ্যোক্তাকে সামনে অগ্রসর হতে নিরুৎসাহিত করে।
- **পর্যাপ্ত পুঁজির প্রাপ্যতা:** যে কোনো ব্যবসায় উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি বা মূলধন। মূলধনের স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এজন্য দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে করে নতুন উদ্যোক্তারা পুঁজির যোগান পেতে পারে।
- **প্রশিক্ষণের সুযোগ:** কোনো বিশেষ কাজ যথার্থভাবে সম্পাদন করার স্বার্থে এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। অনেক উদ্যোক্তার মধ্যে সফল উদোক্তার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ জন্মগতভাবেই থাকে। কিন্তু অনেক সময় উদ্যোক্তা নিজেই নিজের গুণগুলো সম্পর্কে জানে না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান গুণগুলোকে আরো শাণিত করা যায় এবং যে দক্ষতাগুলো প্রয়োজন সেগুলো অর্জন করা যায়। এভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কী কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের অনুকুল পরিবেশ বিরাজ করছে? ৫টি লাইনে মন্তব্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকুল পরিবেশ হচ্ছে আর্থ সামাজিক স্থিতিশীলতা, উন্নত অবকাঠামো, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, অনুকুল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, পর্যাপ্ত পুজির প্রাপ্যতা, প্রশিক্ষণের সুযোগ ইত্যাদি।
- ব্যবসায় উদ্যোগের অনুকুল পরিবেশ যত গড়ে উঠবে, দেশের উন্নয়ন তত ত্বরান্বিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ - ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

সদ্য বি.কম পাশ ফাহাদ চাকুরির পেছনে না ঘুরে নিজেই কিছু করার সিদ্ধান্ত নিল। বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে তাই সে স্থানীয় বিসিক অফিসে গেল। বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সে হাঁস-মুরগীর খামার দিল। আজ সে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত।

১. বিসিক কোন্ মন্ত্রণালয়ের অধীন?

ক. শিল্প খ. বাণিজ্য

গ. অর্থ ঘ. স্থানীয় সরকার

২. ফাহাদ এর বিসিক থেকে প্রাপ্ত সহায়তা কোন্ ধরনের?

ক. উদ্দীপনামূলক খ. সমর্থনমূলক

গ. সংরক্ষণমূলক ঘ. পরামর্শমূলক

পাঠ-১০.৬ বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা ও তা দূরীকরণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা দূরীকরণের উপায়গুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উন্নয়ন ধারণা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা

উন্নয়ন ধারণা

উন্নয়ন বলতে বোঝায় বিদ্যমান অবস্থার ইতিবাচক ও অগ্রসরমান পরিবর্তন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। যে কোনো দেশের উন্নয়নে শিল্পখাত মূখ্য ভূমিকা পালন করে। 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০' অনুযায়ী আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫০ ভাগ আসে সেবা খাত থেকে, প্রায় ২০ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে আর বাকী ৩০ ভাগ আসে শিল্প খাত থেকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পখাতসহ সকল খাতেরই উন্নয়ন সম্ভব। ব্যবসায় উদ্যোগ আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে। নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের পরনির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস করতে পারি এবং অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে পারি। সরকারের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেও দেশে শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে নিত্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা বেকার সমস্যা দূর করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আমাদের এই বিশাল জনসংখ্যাই আমাদের সম্পদ হতে পারে। কারণ ব্যবসায় উদ্যোক্তা দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে পারে। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বিরাজমান পরিবেশ সকল ক্ষেত্রে অনুকূল নয়। বেশ কিছু বাধার কারণে এখনো উদ্যোগ উন্নয়ন কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। নিম্নে বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের পথে সমস্যা ও বাধাগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

- **সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ঃ** উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য নিয়মাতান্ত্রিক উপায়ে ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন সম্ভব এমন পরিকল্পনা খুব প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের দেশে এ রকম ব্যাপক সুপরিকল্পনার অভাব রয়েছে।
- **চাকুরির প্রতি অধিক আগ্রহ ঃ** স্মরণাতীতকাল থেকে এ দেশের মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর তাদের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে চাকুরির প্রতি অধিকভাবে আগ্রহী করে তোলে। ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে এটি অন্যতম বাধা।
- **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা ঃ** আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা মুখস্তনির্ভর ও তাত্ত্বিক শিক্ষাক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিন যাবত এ ব্যবস্থা চলে আসছে। পৃথক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এদিকে আগ্রহ কম। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্ন্তভুক্ত না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী এ সম্পর্কে ভালভাবে জানতেও পারে না। ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের অভ্যাস গড়ে উঠেনি।

- **প্রচার প্রচারণার অভাব ঃ** যে কোন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রচার ও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ সম্পর্কে যথেষ্ট ও কার্যকর প্রচার না থাকায় গ্রাম ও শহরের অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী, বেকার যুবশক্তি এ সম্পর্কে জানতে পারছে না। ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি সার্থকতা লাভ করছে না।
- **প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের অভাব ঃ** অনেকেই আছেন যারা উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধন ও অর্থের অভাবে এগিয়ে আসতে পারছেন না। অর্থসংস্থানের অপর্যাপ্ততা ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অন্যতম বাধা।
- প্রশিক্ষণের **অভাব ঃ** উদ্যোক্তা হওয়া অনেকটা জন্মগত হলেও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।
- **রাজনৈতিক অস্থিরতা ঃ** রাজনৈতিক অস্থিরতা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় দেশের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি হয় ও ব্যবসায় কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। ফলে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগণ নতুন কিছু করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশের ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বিরাজমান বাধাসমুহ দুরীকরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমুহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত করতে হবে এবং সারাদেশে তা ছড়িয়ে দিতে হবে।
- ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যদিও উদ্যোক্তাদেরকে জন্মগতভাবে গুণের অধিকারি বলে মনে করা হয় তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ উদ্যোক্তাদের দূর্বলতাগুলোকে দুর করে তাদেরকে অধিক আত্মবিশ্বাসী ও দুরদর্শী করে তোলে।
- সারা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম সারাদেশে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম যেমন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতার বড় ধরনের অবদান রাখতে পারেন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ কম। তবে দূঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিদ্যমান সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে উদ্যোগ উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হত। তবে এ ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের সচেতনতা বাড়াতে হবে।
- উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায়, কীভাবে, কখন ও কী পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে, কোন্ বিনিয়োগে কী পরিমাণ ঝুঁকি আছে, কোন্ ধরনের উদ্যোক্তাদের জন্য কোন্ ধরনের বিনিয়োগ উপযোগী ও নিরাপদ সে সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দিতে হবে।
- দেশে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেও কাঙ্খিত চাকুরি না পেয়ে হতাশ হয়ে জীবন-যাপন করে। তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে অনেকেই সফল উদ্যোক্তা হতে পারত। তাই যে নতুন করে ব্যবসায় শুরু করতে চায় তার জন্য হয়রানিমুক্তভাবে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আমরা জানি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। তাদের অনেকেই নিজেদের পরিশ্রম ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করে সেখানকার লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ তারা গিয়েছিল দেশে চাকুরি না পাওয়ার বেদনা নিয়ে মুখস্ত করা কিছু বিদ্যা নিয়ে। যদি আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়টি ব্যাপকভাবে অর্ন্তভুক্ত করা যায় তাহলে দেশে-বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রকাশ করার প্রবণতা ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

- সর্বোপরি দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ অনেকে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ধার করা অর্থকে একত্রিত করে কোন একটি ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে মনস্থির করেন কিন্তু রাজনৈতিক হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি কারণে ঝুঁকি নিতে চান না। ফলে উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসেন না। তাই উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারলে দেশের ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে কী কী সমস্যা প্রতীয়মান হয় বলে মনে করছেন? চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- ব্যবসায় উদোক্তা দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে পারে।
- ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১নং প্রশ্নের উত্তর দিন

জনাব মাইনুদ্দিন এ বছর গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। দরিদ্র ঘরের সন্তান জনাব মাইনউদ্দিন একটি ডেইরি ফার্ম করার উদ্যোগ নিলেন। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও জনাব মাইন ফার্মটি চালুর ২ বৎসরের মাথায় লোকসানের সম্মুখীন হলেন।

১। জনাব মাইনুদ্দিনের ব্যর্থতার কারণ–

i. প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব ii. প্রশিক্ষণের অভাব iii. সবার অসহযোগিতা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iv

পাঠ-১০.৭ জাতীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সফল ব্যবসায় উদ্যোক্তা রণদাপ্রসাদ সাহার উদ্যোক্তাসুলভ গুণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সফল নারী উদ্যোক্তার ড. হোসনে আরা বেগমের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	রণদাপ্রসাদ সাহা, ড. হোসনে আরা বেগম

রণদা প্রসাদ সাহা

স্মরণাতীতকাল থেকে আমাদের দেশ শিল্প বাণিজ্যে ঐতিহ্য ও গৌরব বহন করলেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান তেমন উজ্জ্বল নয়। স্বাধীনতার আগে মাত্র অল্প কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করেন। মূলত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ের সুযোগ পান। বিগত ৪০ বছরে বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা ছোট ব্যবসায় দিয়ে শুরু করে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত হন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ অধ্যায়ে দেশের দুইজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জনাব রণদা প্রসাদ সাহা ও ড. হোসনে আরার উদ্যোক্তা জীবন ও কর্ম আলোচনা করব যা সকলের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে যারা পরিচিতি লাভ করেছে এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকায় ও অন্যান্য গণমাধ্যমে যাদের সফলতার কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে তাদেরকেও তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রখ্যাত দানবীর, সমাজসেবক ও সামাজিক ও ব্যবসায় উদ্যোক্তা রণদাপ্রসাদ সাহা (আ.পি.সাহা) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার সাভারে মামার বাড়িতে ১৮৯৬ সালের ১৫ নভেম্বর। তার পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরে। পিতার নাম দেবেন্দ্র সাহা পোদ্দার, মাতার নাম কুমুদিনী দেবী। অতি সাধারণ ঘরে তিনি জন্ম নেন। তার পিতা পিতল, কাঁসা বাসনের ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন। রণদাপ্রসাদ সাহার পড়াশুনা বলতে প্রাইমারি পর্যন্ত অর্থাৎ ক্লাস ফোর। তিনি শৈশবে খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। সাত বছর বয়সে তার মা সন্তান প্রসবকালে ধনুষ্টংকার রোগে মারা গেলে তার পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। মাকে হারিয়ে তিনি মামার বাড়িতে বড় হয়েছেন। এক সময় জীবন ও জীবিকার তাগিদে কলকাতায় পৌছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু হলে রণদাপ্রসাদ যুদ্ধদলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং যোগ দেন ৪৯ বাঙ্গালী পল্টনে। তিনি বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোরে পুরুষ নার্স হিসেবে নিয়োগ পান। করাচিতে তার সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। রণদাপ্রসাদ সাহা মেসোপটোমিয়ার (বর্তমান ইরাক) যুদ্ধক্ষেত্রে আহত কয়েকজন সৈনিকের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। ঐ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি অন্যান্য ভারতীয়দের মত ইংরেজ সরকারের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের প্রাসাদে গিয়ে স্বয়ং সমাট্র পঞ্চম জর্জ এর সাথে করমর্দন করে সোর্ড অব অনার গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সরকারি চাকুরি হিসেবে পেয়েছিলেন রেলের টিকেট কালেক্টরের চাকুরি। ১৯৩২ সালে একটি মামলায় জড়িয়ে চাকুরি ছেড়ে দেন। চাকুরি শেষে তিনি কলকাতায় একটি নৌপরিবহন ও কয়লার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ঘরে ঘরে কয়লা সরবরাহ করতেন। ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ ও সচেতন। সফল উদ্যোক্তার বড় গুণগুলো পুরোপুরি রণদাপ্রসাদ সাহার মধ্যে ছিল। অনেক ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় লোকসান অবস্থায় কম মূল্যে বিক্রি করে দিতে চাইলে রণদাপ্রসাদ সাহা সেগুলো কিনে নিতেন এবং নিজের দুরদর্শীতা, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, ঝুঁকি মোকাবেলা করার সাহস এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতেন। পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি একজন বিশিষ্ট কয়লা ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তবে ব্যবসায়ের জন্য যে পরিমাণ টাকা দরকার ছিল তা তার ছিল না। তাই তিনি সেকালের বেশ কয়েকজন বিত্তশালী বাঙ্গালীকে নিয়ে The Bengal River Service Company নামে নৌ পরিবহন সংস্থা ও নৌ পরিবহন বিমা কোম্পানি স্থাপন

করেন। বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানির কাজ ছিল নদী পথে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য আনা নেয়া করা। পাশাপাশি পাটের ব্যবসায়, গুদাম, বেইল প্রসেসিংসহ নানা ব্যবসায় পরিচালনা করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তিনি বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানির কর্মী সহযোগী হিসেবে কাজ করলেও একসময় পুরো ব্যবসায়টি তার কর্তৃত্বে চলে আসে। কারণ অংশীদারগণ ব্যবসায়ের স্বার্থে বড় ধরনের ঝুঁকি নেবার পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু তিনি যেহেতু কঠোর পরিশ্রম করে ব্যবসায়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর আদি-অন্ত বুঝেন তাই যে কোন ঝুঁকি নেবার সাহস ও দুরদর্শিতা তার ছিল। ফলে অন্যান্য অংশীদারগণের ইচ্ছায় তাদের পাওনা পরিশোধ করে নিজে সম্পূর্ণ ব্যবসায়টির মালিক হয়ে যান। The Bengal River Service Company দিনে দিনে একটি লাভজনক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিচিত হতে থাকে। ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫)। যুদ্ধকালিন সময়ে বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) ইংল্যান্ডের শত্রু জাপান সরকারের অধীন চলে গেলে সারা বাংলায় খাদ্যশস্য বিশেষ করে চাউলের সংকট দেখা দেয়। ফলে সরকার সামরিক ও বেসামরিক লোকদের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং যে চার জনকে ক্রয় এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন তাদের একজন ছিলেন জনাব রণদা প্রসাদ সাহা। এ ক্ষেত্রেও তার অভাবনীয় মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। এভাবে সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্য কোনটারই তার অভাব থাকেনি। তিনি নিজের মধ্যে ব্যবসায় উদ্যোক্তা থেকে সামাজিক উদ্যোক্তার গুণগুলো বেশি অনুভব করতে থাকেন। তার মায়ের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর স্মৃতি তাকে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণা জোগায়। তিনি ১৯৩৮ সালে মায়ের নামে মির্জাপুরে কুমুদিনী ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯৪৪ সালে কুমুদিনী হাসপাতাল নামে পূর্ণতা লাভ করে। তদানিন্তন বাংলার গর্ভনর Lord RG Casey উক্ত হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করেন। ২০টি শয্যা নিয়ে হাসপাতাল শুরু হলেও বর্তমানে এর শয্যা সংখ্যা ৭৫০টি যা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি হাসপাতাল। এখানে জাতি, ধর্ম, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের একই মানের চিকিৎসা দেওয়া হয়। মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দাদীর নামে ভারতেশ্বরী হোমস (১৯৪৫), টাঙ্গাইলে কুমুদিনী কলেজ (১৯৪৩) এবং পিতার নামে মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ (১৯৪৬)। ২০০০ সালে কুমুদিনী হাসপাতালকে কেন্দ্র করে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৪৭ সালে রণদা প্রসাদ সাহা তার সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ গরীব ও অভাবগ্রস্থদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে কুমুদিনী ওয়েরফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (Kumudini Welfare Trust (KWT) নামে অলাভজনক প্রাইভেট কোম্পানি রেজিস্ট্রার করেন। ট্রাস্টের লভ্যাংশ থেকে শুধু নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ ব্যয় ছাড়া সবটুকুই মানুষের আর্থসামাজিক কল্যাণ ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যয় করেছেন। বাংলা ১৩৫০ (১৯৪৩) সালের দূর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের সময় তিনি রেডক্রস সোসাইটিকে এককালিন তিন লক্ষ টাকা দান করেন এবং ক্ষুধার্তদের জন্য সারা দেশে দুইশ পঞ্চাশটি লঙ্গরখানা খোলেন যা চারমাস চালু ছিল। এছাড়া মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ, মির্জাপুর সদয়কৃষ্ণ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, করটিয়া সা'দত কলেজ, ভূঞাপুর ইব্রাহীম খাঁ কলেজ, মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজসহ টাঙ্গাইলের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার দান অপরিসীম। তার অসামান্য দানশীলতা ও সমাজসেবার জন্য বৃটিশ সরকার তাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে তাকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের পর অনেক বিশিষ্ট হিন্দু ব্যবসায়ী দেশ ছাড়লেও রণদা প্রসাদ সাহা কলকাতা থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। রণদা প্রসাদ সাহা ছিলেন মনে-প্রাণে অসাম্প্রায়িক। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে জ্বালাতে চেয়েছেন মানবিকতার প্রদীপ। তাকে কেউ উৎখাত করবে বা হত্যা করবে এমনটি তিনি কখনও ভাবেন নি। অথচ ১৯৭১ সালের ৭ মে রাত ১১ টায় তার নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে দেশীয় সহচরদের সহায়তায় পাকবাহিনী দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও পুত্র ভবানী প্রসাদকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর আর তাদের কোন খোঁজ মেলেনি। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

একজন সফল উদ্যোক্তার গুণগুলো আমরা রণদা প্রসাদ সাহার মধ্যে দেখতে পাই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার সাংগঠনিক ক্ষমতা, দুরদৃষ্টি, ঝুঁকি গ্রহণের সাহস, কঠোর পরিশ্রম সর্বোপরি তার উদারতা। সাথে সাথে তার মধ্যে একজন সফল সামাজিক উদ্যোক্তার সকল গুণের প্রয়োগ ঘটিয়ে এই কর্মবীর বাংলাদেশের সকল মানুষের মনে অনুকরণ ও অনুপ্রেরণার আদর্শ হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন।

প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগম

(অশোকা ফেলো এন্ড পিএইচএফ, নিবার্হী পরিচালক, টিএমএসএস)

আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে তথা সারা বাংলাদেশে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন যে সকল বাঙ্গালী নারী তাদের একজন হচ্ছেন ড. হোসনে আরা বেগম। তিনি ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS) এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমধিক পরিচিত। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের পাশে মহিশগোপাল গ্রামে নানার বাড়িতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ঠেঙ্গামারা গ্রামে তার বাবার বাড়ি। পিতা সোলায়মান আলী ও মা জোবাইদা বেগম। তবে তিনি জন্মেছিলেন ছেলে হয়ে, মেয়ে হয়ে নন। বাবা মা নাম রেখেছিলেন আব্দুস সামাদ। যখন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তার জীবনে নেমে আসে এক কঠিন পরীক্ষা । তার ২৩ বছর বয়সের পুরুষজীবন হঠাৎ করে সম্মুখীন হয় এক দুরারোগ্য রোগের। ঢাকার চিকিৎসকগণ যখন তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন তখন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ডাক্তারগণ তার শরীরের ভেতর আবিষ্কার করেন লিঙ্গ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট আভাস। ব্যক্তিগত অনিচ্ছা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও চিকিৎসক, শিক্ষক ও বন্ধু-স্বজনদের অনুরোধে ও পীড়াপিড়িতে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রাজি হন প্রয়োজনীয় অথচ কঠিন চিকিৎসা গ্রহণ করতে। অপারেশনের আগে স্ট্রেচারে শোয়া অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রতিজ্ঞা করেন যদি বেঁচে থাকেন তাহলে সারা জীবন মানুষের সেবা করবেন। জীবনটাকে তিনি মানব কল্যাণে উৎসর্গ করবেন। আল্লাহর অশেষ করুণায় জটিল অস্ত্রোপাচার শেষে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরুষ আব্দুস সামাদ রূপান্তরিত হন সম্পূর্ণ নারীতে। নতুন নাম হয় হোসনে আরা বেগম। তার এ দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন তার বন্ধু ও সহপাঠি যার সাথে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এক সাথে পড়েছেন। আশৈশবের বন্ধু জনাব আনসার আলী তালুকদারের (পরবর্তীতে অধ্যাপক) আহবানে তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে শুরু করেন জীবনের নতুন যাত্রা। সরকারি কলেজের শিক্ষকতা দিয়ে কর্ম জীবন শুরু করলেও আজীবন সমাজকর্মী হোসনে আরা সকল বাধা-বিপত্তি, সংকট ও ঝুঁকি মোকাবেলা করে এবং কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য্য, সাধনায় গড়ে তোলেন ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ যা টিএমএসএস (TMSS) নামে সারা দেশে সুপরিচিত।

শৈশব থেকেই হোসনে আরা বেগমের মধ্যে সাংগঠনিক দক্ষতা ও সম্মিলিতভাবে কাজ করার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যা একজন উদ্যোক্তার বড় গুণ। বাবার পেশা শিক্ষকতা হলেও তাদের অনেক জমি-জমা ছিল। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটি বয়েজ ক্লাব গঠন করেছিলেন। সে ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে নিজেদের জমি চাষ ও ফসল ফলাতেন। তিনিসহ ক্লাবের সদস্যরা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে একত্রে চাষ করতেন। জমির মালিক হিসেবে তারা একভাগ ও বাকিটা সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হত। ১৯৭৯ সালে হোসনে আরা বেগম সরকারি কলেজের প্রভাষক (বোটানি) হিসেবে সরকারি মুজিবর রহমান মহিলা কলেজে যোগদান করেন। সম্মানজনক চাকুরি করলেও তার সমসময় মনে হতো সমাজসেবার কথা যা তিনি অসুস্থ অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাই যেদিন যেসময় ক্লাস থাকত না, সে অবসরে বগুড়া শহরে গিয়ে ডাক্তারখানায় রোগীদের প্রেসক্রিপসন পড়ে দিতেন। কোর্টে গিয়ে গরিব মহিলাদের সাহায্য করতেন। এতে অনেকে তাকে ভূল বুঝত। বিশেষ করে প্রতিপক্ষের উকিল। তিনি যে ফ্রিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তা তারা জানত না, তিনিও তাদেরকে তা বলতেন না। সে সময় তিনি একটি সমবায়ী দলের সন্ধান পান। ১৪টি ছোট ছোট আলাদা

আলাদা দল। তারা চাল সংগ্রহ করে। দলগুলো ছিল মূলত বাগুপাড়া, ঠেঙ্গামারা, চাদঁপুর, মহিষবাথান প্রভৃতি গ্রামের মহিলাদের। সে সকল মহিলারা নিজেদের মধ্যে চাল সংগ্রহ করে। কারণ তাদের নিজেদের হাতে টাকা থাকে না, আবার স্বামীর কাছে চাইলেও দেয় না। তিনি সেই ১৪টি সমিতিকে একত্রিত করে নিবন্ধিত করেন। তবে সরকারি চাকুরি করে সমাজসেবা বা অন্য কোন সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার কারণে সহকর্মী বা কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউ ভালভাবে নেই নি। বিভিন্নভাবে তাকে হয়রানিও হতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে চাকুরি হতে সম্পূর্ণ ছুটি নিয়ে তিনি মহিলাদের সমবায় সমিতিটি সংগঠিত করার কাজে মনোযোগী হন। ১৪টি সমবায় সমিতিকে একত্রিত করে মোট সদস্য হল ১২৬ এবং মোট চাল সংগ্রহ হল ২০৬ মন। এটি ছিল তাদের প্রাথমিক মূলধন। নাম দিলেন ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ। তাদের সংস্থাটি নিবন্ধিত হয়েছিল জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে। এভাবেই যাত্রা শুরু হয়েছিল টিএমএসএস এর। ১৯৮০ সালে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। মুষ্টির চাল একত্রিত করে যে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ৩৩ বছর আগে সেই টিএমএমএস তার ক্ষুদ গণ্ডি পেরিয়ে আজ একটি পুর্ণাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত। মূলত দরিদ্র ও বিত্তহীন মহিলাদের ঋণ সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার পাশাপাশি দোকান পরিচালনা, হাসঁ মুরগির খামার পরিচালনা, মাছ চাষ, নার্সারি পরিচালনা ও কুটির শিল্প পরিচালনাসহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসুচি পরিচালনা করে আসছে এটি। এতে কর্মসংস্থান হয়েছে হাজার হাজার কর্মহীনের। আর এর সুবিধা নিচ্ছে দেশের লাখ লাখ মানুষ। অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম আশা করেন টিএমএসএস এর মাধ্যমে আরো মানুষের কর্মসংস্থান হবে। মানুষ যাতে শিক্ষিত হয় সেজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইন্সস্টিটিউট, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টিএমএসএস বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পূর্ন মহিলা কর্তৃক পরিচালিত শপিং মলসহ আরো অনেক বুটিক শপের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য এ সবই সম্ভব হয়েছে অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগমের দুরদর্শীতা, অক্লান্ত পরিশ্রম, সুযোগ্য ও ভিশনারি নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক মানসিকতা, ঝুঁকি গ্রহণের সাহস সর্বোপরি বৈরি পরিবেশ মোকাবেলা করার দক্ষতাসহ একজন উদ্যোক্তার সফল গুণাবলির যথাযথ চর্চার মাধ্যমে। ড. হোসনে আরা বেগমের কর্মজীবন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ তাদেরকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করার তার কর্মপ্রচেষ্টা সকলের জন্য অনুকরণীয়।

টিএমএসএস প্রতিদিন ৮শ' দুস্থ মানুষের কর্মসংস্থান করছে

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএস নিজ উদ্যোগে গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিদিন প্রায় আটশ গরীব, দুস্থ, ছিন্নমূল মানুষকে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। "কাজ করলে টাকা, না করলে নাই" এই শর্তে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের শত শত কর্মহীন মানুষ টিএমএসএস-এ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। টিএমএসএস ও এর বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রকল্পে এসব কর্মহীন মানুষ রাজমিস্ত্রীর সহকারী, মাটি কাটা, বৃক্ষ পরিচর্যা, বৃক্ষরোপণ, নার্সারী উন্নয়ন, ফার্নিচার, ছাপাখানা, ছ'মিল, মাছ চাষ, বেকারী, পেপার মিলের জন্য পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ, কৃষি কাজ, প্রকৌশলী, হস্তশিল্প বিভাগে কাজ করছে। টিএমএসএস-এ কর্মরত এসব দুস্থ, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অর্ধেকই নারী। মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকরা কাজ অনুযায়ী প্রতিদিন ১৫০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা মজুরি পেয়ে থাকে। সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ড় তাদের কাজ করতে হয়। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার চেয়ে যদি বেশি সময় কাজ করতে হয়, তাহলে প্রতি ঘণ্টার জন্য সংস্থা তাদের ওভারটাইম দিয়ে থাকে। এছাড়া টিএমএসএস কৃষি বিভাগ উৎপাদিত গম, আলু, ভুট্টা এসব শ্রমিকদের মাঝে বছরে দুই থেকে তিনবার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। শীতে কষ্ট পাওয়া এসব শ্রমিকদের মাঝে টিএমএসএস কম্বল বিতরণ করছে। টিএমএসএস-এ কর্মরত এসব শ্রমিকদের বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকলে সংস্থা তাদের বিবাহে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত এসব শ্রমিকদের সন্ড়ানের লেখাপড়া ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থাও করে থাকে টিএমএসএস। বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে এসব গরীব শ্রমিকদের সব সময় সহায়তা দিয়ে থাকে টিএমএসএস। প্রতি ঈদে তাদের মাঝে সেমাই, চিনিসহ সকল ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**দুইজন সেরা ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিরাজমান উদ্যোক্তা গুণগুলো চিহ্নিত করুন**	
	রণদা প্রসাদ সাহা	ড. হোসনে আরা বেগম
	• •	• •

সারসংক্ষেপ

- সাংগঠনিক ক্ষমতা, দুরদৃষ্টি, ঝুঁকি গ্রহনের সাহস, কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদি রনদা প্রসাদ সাহা ও প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগমকে সফল উদ্যোক্তা হতে সহায়তা করেছিল।
- টিএমএসএস এর পূর্ণরূপ-ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ড. হোসনে আরা বেগমের গুণ–

i. দুরদর্শীতা
ii. সুযোগ্য ও ভিশনারি নেতৃত্ব
iii. ঝুঁকি গ্রহণের সাহস

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৮ আঞ্চলিক পর্যায়ের সফল আত্মকর্মসংস্থানকারী ও উদ্যোক্তার কাহিনী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আঞ্চলিক পর্যায়ের সফল আত্মকর্মসংস্থানকারীর গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তাগণের গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	স্ট্রবেরি, স্বকর্মসংস্থানকারি

দেশের গ্রাম-উপজেলা-জেলা পর্যায়ে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত থেকে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এর মধ্যে অনেক স্বকর্মসংস্থানকারি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরো অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। অনেকে নতুন নতুন পণ্য সামগ্রী সৃষ্টি করে নিজেদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করছে। তাদেরকে আমরা উদ্যোক্তা বলি। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা এ রকম উদ্যোক্তাগণ তার অঞ্চলের লোকদের নিকট আদর্শ হয়ে দেখা দেয়। ফলে দেখা যায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার সফলতার কাহিনী ছাপা হয়। আমরা এখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কয়েকজন সফল উদ্যোক্তার সফলতার কাহিনী পড়ব যাতে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হতে পারি।

বর্নীর অহংকার শাহ আলম

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার বর্নী গ্রামের কারুশিল্পী শাহ আলম ও তাঁর তৈরি বাঁশের সামগ্রী

একসময় গ্রামের দুই শতাধিক পরিবার বংশপরম্পরায় বাঁশ ও বেত দিয়ে কুলা, ধামা ও পলো তৈরি করত। এসব বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়েই কোনোরকমে চলত সংসার। একপর্যায়ে নানা কারণে এসব কুলা-ধামা বিক্রি করে পাওয়া টাকায় তাঁদের সংসার যেন আর চলছিল না। তাই জীবনের তাগিদে বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। বিষয়টি ভালো লাগেনি গ্রামের এক তর"ণের। তাই সবাইকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। সফলও হন। এই অবস্থা দেখে অনেকে ফিরে আসেন বাপ-দাদার পুরোনো পেশায়। আবারও কর্মতৎপর হয় গ্রামটি। গল্পটি টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার ডুবাইল ইউনিয়নের বর্নী গ্রামের। আর সেই তরুণের নাম শাহ আলম। এই কারুশিল্পীর নেতৃত্বে বর্নী গ্রামের বাসিন্দারা বেত ও বাঁশের কাজকে নিয়ে গেছেন শিল্পের পর্যায়ে। সংসারে এসেছে সচ্ছলতাও।

শুরুর কথা: উপজেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বদিকে বর্নী গ্রামটির অবস্থান। স্কুলে পড়ার সময়ই বাঁশ-বেতের কিছু কাজ শিখেছিলেন এই গ্রামের তর"ণ শাহ আলম। ১৯৮৯ সালে এইচএসসি পাসের পর বাঁশ-বেতের কাজকেই নেন পেশা হিসেবে। গ্রামের অন্যদের মতো বাঁশ ও বেত দিয়ে কুলা, ডালা, পলো, মাথালসহ বিভিন্ন কিছু তৈরি করে

স্থানীয় হাটবাজারে বিক্রি শুরু করেন। এ কাজ করতে করতে শাহ আলম বুঝতে পারেন, দিন দিন তাঁদের তৈরি জিনিসগুলোর চাহিদা কমছে। একসময় খেয়াল করলেন, টিকতে না পেরে গ্রামের মানুষজন বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। বিষয়টি ভালো লাগেনি শাহ আলমের। কারণ খুঁজতে গিয়ে শাহ আলম দেখলেন, আধুনিক প□াস্টিক সামগ্রী ক্রমেই বাজার দখল করে নিচ্ছে। বাঁশ-বেতের চেয়ে অধিক টেকসই হওয়ায় মানুষ এসবের দিকে ঝুঁকছে। মাথালের পরিবর্তে গ্রামের মানুষ ছাতা ব্যবহার করছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির প-াস্টিক সামগ্রীর প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। শাহ আলম বলেন, ওই সময় চিন্ড়া করলাম নতুন নতুন সামগ্রী তৈরি করতে হবে। তবেই এই পেশায় টিকে থাকতে পারব। গ্রামের অন্যরাও খেয়ে-পরে বাঁচতে পারবে। এই ভাবনা থেকেই ৯৩ সালে একদিন ঢাকার একটি অভিজাত কারুপণ্যের দোকানে গিয়ে কথা বলেন শাহ আলম। ওই দোকান থেকে তাঁকে বাঁশের তৈরি ট্রে ও বেতের তৈরি টেবিলম্যাট নকশা দিয়ে সেগুলো তৈরি করে দিতে বলা হয়। নকশা নিয়ে বাড়ি ফিরে কাজে লেগে যান শাহ আলম। পাঁচ দিনের মধ্যে সেই নকশা অনুযায়ী ট্রে ও টেবিলম্যাট তৈরি করে ঢাকায় যান শাহ আলম। জিনিসগুলো পছন্দ হয় কারুপণ্যের সেই দোকানের মালিকের। তিনি শাহ আলমকে এসব পণ্য নিয়মিত সরবরাহ করতে বলেন। ভালো লাভ পেতে শুরু করলেন শাহ আলম।

পেশায় ফেরা: শুরুতে শাহ আলম একাই ঢাকায় এসব পণ্য সরবরাহ করতে থাকেন। অন্যরা তেমন আগ্রহ দেখাতেন না। শাহ আলম আশপাশের দু-চারজনকে বুঝিয়ে নিত্যনতুন পণ্য তৈরি করতে শেখান হাতে-কলমে। ঢাকায় পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। শাহ আলমও সরবরাহ বাড়াতে থাকেন। একটা পর্যায়ে গ্রামের লোকজন শাহ আলমের কাছে কাজ শিখতে যাওয়া শুর" করেন। তৈরি করতে থাকেন নতুন নতুন পণ্য। গ্রামের শাহজাহান মিয়া বলেন, *'প্রথম দিকে আমাগো নতুন নতুন জিনিস তৈরির আগ্রহ আছিল না। শাহ আলম যখন বুঝাইল এগুলা তৈরি করলে ভালো টাকা পাওয়া যাবে, তহন আমরা তার কথামতো কাজ শুরু করলাম।'* এভাবে গ্রামে তাঁর মতো অনেকেই একসময় বাপ-দাদার এ পেশা ছাড়লেও এখন ফিরে এসেছেন।

সেই গ্রামে একদিন: সম্প্রতি বর্নী গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বাঁশ-বেতের কাজ চলছে। সব বয়সী মানুষ এসব কাজ করছেন। কোনো কোনো বাড়িতে গৃহবধূরা গৃহস্থালি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসব পণ্য তৈরি করছেন। গ্রামের জয়নাল আবেদিনের (৬৫) বাড়িতে গিয়ে কথা হলো তাঁর সঙ্গে। একসময় খুব দুরবস্থার মধ্যে চলতে হতো। এখন ভালো আছি। পণ্য তৈরির সঙ্গে সঙ্গে তা বিক্রি হয়ে যায়। বলেন তিনি। গৃহবধূ শুকুরি বেগম বলেন এহন আমরা সবাই শাহ আলমের শেখানো কাজ করি। এতে ভালো পয়সা পাওয়া যায়। আমাগো আর অভাব নাই। গ্রামের যুবক নাজমুল হোসেন জানান, এ কাজ করে তিনি মাসে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা আয় করছেন। তাঁর মতো গ্রামের অনেকের এমন আয় হচ্ছে।

যা তৈরি হয়: প্রথমে বাঁশের ট্রে ও বেতের টেবিলম্যাট তৈরি করতেন শাহ আলম। তিনি জানান, পরে এর সঙ্গে যোগ হয় পেপার ঝুড়ি, লন্ড্রি ঝুড়ি, টেবিল ল্যাম্প, ফ্লোর ল্যাম্প, জুয়েলারি বক্স, ফটোস্ট্যান্ডসহ নানা ধরনের শোপিস। বর্তমানে শাহ আলম বাঁশ-বেতের গহনা তৈরি করছেন। এগুলো বাজারজাতকরণের অপেক্ষায় আছেন।

বিপণন: বর্নী গ্রামের উৎপাদিত পণ্যগুলো শুরুতে শাহ আলম একাই বিপণন করতেন ঢাকায়। কিন্তু এখন চাহিদা বাড়ায় শুধু শাহ আলম নয়, লাল মিয়া, শাহজাহান, আজিম উদ্দিনসহ আরও অনেকেই ঢাকায় বড় বড় কারুপণ্যের দোকানে নিজেদের কাজের নমুনা নিয়ে যান। সেখান থেকে পছন্দ করে ঢাকার দোকানিরা যেসব পণ্যের অর্ডার দেন, সেগুলো গ্রামে তৈরি করে ঢাকায় সরবরাহ করেন। দিন দিন ঢাকার সঙ্গে সরাসরি বিপণনে যুক্ত হওয়া কারুশিল্পীর সংখ্যা বাড়ছে বর্নী গ্রামে।

স্বীকৃতি: শাহ আলম তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারুশিল্প পরিষদের **'শীলু-আবেদ কারুশিল্প পুরস্কার'** লাভ করেছেন। এ স্বীকৃতিতে গর্বিত শাহ আলমের স্ত্রী নাজমা আক্তারও। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমার স্বামী নিত্যনতুন পণ্য তৈরি করে এলাকার মানুষের উপকার করছেন। তাঁর কাজে সব সময় সহায়তা করি।

তাঁদের কথা: আমরা সততা ও শ্রমে বিশ্বাসী। তারই মূল্যায়ন পেয়েছি। বলেন শাহ আলম। তিনি জানান, প্রতিদিনই বাঁশ-বেতের পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। তাই শুধু নিজের গ্রাম নয়, আশপাশের গ্রামের লোকজনকেও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত করছেন। স্বপ্নের কথাও জানান শাহ আলম, একদিন তাঁদের উৎপাদিত পণ্য তাঁরা নিজেরাই সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করবেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবেন।

ডুবাইল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আতোয়ার রহমান বলেন, বর্নী গ্রামের মানুষের কথা আমি জানি। বাঁশ ও বেত দিয়ে নতুন নতুন পণ্য তৈরি করে তাঁরা স্বাবলম্বী হয়েছে। বর্নীর বাঁশ ও বেতের শিল্প আমাদের অহংকার।
সূত্রঃ প্রথম আলো ০৯.০৬.২০১২

একজন সফল যুবকের কাহিনী

পার্বত্যাঞ্চলে স্ট্রবেরী : সম্ভাবনার নতুন নাম

মোঃ জসীম উদ্দিন-এম.এ (ইংরেজী), বি.এড, সিএ (ফাউন্ডেশন কোর্স) এক উদ্যামী যুবকের নাম যিনি উচ্চ শিক্ষিত হয়েও চাকুরীর সোনার হরিনের পিছনে না ঘুরে সৃষ্টির আদিতম শিল্প কৃষিকে ভালবেসে নিজেকে করেছেন ধন্য। ফলে কৃষিও তাঁকে দিয়েছে বিস্ড়র সাফল্য- নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। টকটকে লাল রসাল পাশ্চাত্যের ফল স্ট্রবেরী চাষ করে তিনি সফলতার পাশাপাশি এলাকার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নের এক ছোট্ট সবুজ মায়া ও ছায়া ঘেরা গ্রাম বড়াবিলি। সে গ্রামের মোঃ মিয়াজানের ছেলে জসীম উদ্দিন। চট্টগ্রাম - রাঙ্গামাটি সড়কের বেতবুনিয়া হতে আনুমানিক ৩ কিলোমিটার দক্ষিনে অবস্থিত আনুমানিক ১৮ শতকের জমিতে তিনি প্রথম বারের মত স্ট্রবেরী চাষ করেছেন।

পড়ালেখা শেষ করার পরপরই অন্য দশজনের মত তিনিও চাকুরীর খোঁজ করবেন বলে ভাবছিলেন। সে সময় কিছু কিছু পত্র পত্রিকায় ও টেলিভিশনে স্ট্রবেরী চাষ ও তার সম্ভাবনা নিয়ে খবর বেরোচ্ছিল। কৃষক পিতার সন্ড়ান হিসেবে একটু আগ্রহী হন। তখন এ বিষয়ে বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেন ও যোগাযোগ করেন। তারই এক পর্যায়ে গত বছর ঢাকাতে বিসিআইসি ভবনে আয়োজিত স্ট্রবেরী চাষ বিষয়ক এক কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ মঞ্জুর হোসেন ছিলেন তার উদ্যোক্তা। প্রশিক্ষণ শেষে তার সাথে যোগাযোগ করে রাজশাহী হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা এনে মূল জমিতে রোপন করেন। সে থেকেই যাত্রা শুর"।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ১০০০ (এক হাজার) চারা সংগ্রহ করেন। এর জন্য পরিবহন খরচ ও চারার মূল্য বাবদ সর্বমোট ৪০,০০০/- (চলি□শ হাজার) টাকা খরচ হয়। জমিতে তিনি রাবি-৩ জাতটিই রোপন করেন। সাধারনত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি স্ট্রবেরী চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি দাঁড়ায়না এমন জমিই স্ট্রবেরী চাষের জন্য ভাল। সাধারনত অন্য সব সবজীর মত জমি উত্তমর"পে তৈরী করতে হবে। এরপর ৩ ফুট চওড়া বেড বা কেয়ারী করে তাতে দুই সারিতে ২ ফুট দূরত্বে চারা রোপন করতে হয়। চারা রোপনের ৪৫ দিনের মধ্যেই প্রথম ফুল আসে। সাদা বর্ণের ফুল ধারনের ১৫ দিনের মধ্যেই ফল পরিপক্কতা লাভ করে ও সংগ্রহ করতে হয়। কচি অবস্থায় ফল হালকা সাদা বর্ণের হয় এবং টকটকে লাল হলে বুঝতে হবে স্ট্রবেরী পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়া যখনই ফুল হতে ফল রপান্ড়র হবে তখনই খড়ি বা অন্য কিছু মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে ফলটি তার উপর তুলে দিতে হবে। কারন ফল যদি মাটির সংস্পর্শে আসে তবে তাতে পচন ধরবে। এতে ফলন বেশ হ্রাস পাবে।

মোঃ জসীম উদ্দিন বলেন তিনি তেমন কোন অসুবিধা বা সমস্যার সম্মুখীন হননি। তবে কিছুদিন পূর্বে প্রচন্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে বেশ কিছু ফল নষ্ট হয়ে যায়। একদিন অন্ড়র অন্ড়র ফল সংগ্রহ করেন ও ঝুড়িতে করে চট্টগ্রামে নিজে নিয়ে গিয়ে ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরে বিক্রি করেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০,০০০/- টাকার মত ব্যয় করেন এবং বিভিন্ন সময়ে ফল বিক্রি করে প্রায় ১,৯৫,০০০/- টাকা আয় করেন। আরও ৫০,০০০/- টাকার মত ফল এবং চারা বিক্রি বাবদ আনুমানিক ৩,০০,০০০/- টাকার মত আয় হবে তার বিশ্বাস।

তর"নদের প্রতি তার বক্তব্য লেখাপড়া শেষ করে চাকুরীর আশা না করে যদি তার মত স্ট্রবেরী চাষে আগ্রহী হন তবে তিনি তাদের যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারেন।

ভোলায় মাছ চাষে জাকিরের সাফল্য

মাছ চাষ করে ভাগ্য বদল করেছেন ভোলার যুবক মোঃ জাকির হোসেন। ৮ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টাই তাকে এ সফলতা আনতে সহায়তা করেছে। জাকির হোসেনের বাড়ি ভোলা সদরে উপজেলার বাপ্তা ইউনিয়নে। তিনি মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে। মাষ্টার্স অধ্যায়নরত জাকির বেকারত্ব দুর করে আত্মকর্মসংস্থান তৈরী করার পাশাপাশি ভোলার জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। তিনি জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে

পুরস্কার পেয়েছেন। তার সফলতায় এখন ভোলার অনেক যুবক মাছ চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। জাকির হোসেন জানান, ২০০৪ সালে ইন্টামিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পিতার অবর্তমানে ৫ ভাই বোনের অভাবের সংসার চালানো কিছুটা দুরহ হয়ে পড়ে। পড়াশুনার পাশাপাশি বেকারত্বের বোঝা দুর করার চেষ্টা করেন তিনি। স্থানীয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রথমে তিনি হাঁস মুরগী, মাছ চাষ ও গবাদী পশু ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর বড় ভাইয়েরর কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা ধার ও ২০ হাজার টাকা যুব ঋণ নিয়ে স্বপ্নের প্রকল্প গড়ে তোলেন। পর্যায়ক্রমে ২০১২ সালে তিনি সফল হন। বর্তমানে মৎস্য চাষ থেকে তার মাসির আয় ৬৫ হাজার টাকা। ইতিমধেই তার নিজ গ্রামের মৎস্য প্রকল্পে ৪জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি এখন লাখপতি। সংসারের অভাব দুর হয়েছে তার। এরমধ্যে আবার প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার। সব মিলিয়ে তিনি এখন গর্বিত যুবক। এ বিষয়ে জাকিরের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, চাকরি নয়, আত্মকর্মসংস্থানই একজন যুবকের স্বপ্ন হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন, পড়াশুনার পাশাপাশি অন্য যুবকদেরও মৎস্য প্রকল্প তৈরী করা উচিত। তিনি আরো বলেন, ১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবসে দেশে মোট ১৫জন সফল আত্মকর্মীকে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত করেছেন। বরিশাল বিভাগে একমাত্র তিনিই এ পুরস্কার পেলেন। এসময় তিনি তার এ সফলতায় ভোলাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সূত্রঃ বাংলাবার্তা ২৪ ডটনেট,২১ নভেম্বর ২০১২

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**জনাব শাহ আলমের কোন্ গুণগুলো আপনাকে মুগ্ধ করেছে তা চিহ্নিত করুন।** • •

সারসংক্ষেপ

- সফল উদ্যোক্তা ও আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের কাজের প্রতি অদম্য ইচ্ছা, কঠোর পরিশ্রম এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা অন্যতম।
- সফল উদোক্তাগণ সফলতার কোন শটকাট পথ (short way) দেখান নি। দীর্ঘমেয়াদী চেষ্টায়ই সফলতার কারণ বলে দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আত্মকর্মসংস্থানে কৃতকার্য হওয়ার জন্য প্রয়োজন-

i. সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
ii. সঠিক ধারণা সম্বলিত দিক নির্দেশনা দেয়া
iii. সঠিক উদ্যোগ ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.৯ বাংলাদেশের ব্যবসায়ে নারী উদ্যোক্তার ধারণা, সফলতার কাহিনী ও সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দেশের সফল নারী উদ্যোক্তাগণের গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সফল নারী উদ্যোক্তাগণের সফলতার কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	শেয়ারহোল্ডার, টেকসই

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীদের অংশগ্রহণ একান্তভাবেই অপরিহার্য। আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, আগ্রহ, উদ্ভাবন শক্তি ও শ্রম নিপুণতা রয়েছে। বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এ জন্য বিডিবিএল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী হন কিংবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীতে নিবন্ধিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।

সফলতার কাহিনী

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলাসহ বিভিন্ন স্থানে অনেক আছেন যারা চাকুরির পেছনে না ঘুরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে এগিয়ে এসেছেন এবং যাদের মধ্যে অনেকে আবার নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিম্নে কয়েকজন মহিলা উদ্যোক্তার সফলতার কাহিনী তুলে ধরা হল। এ সকল কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে দেশের জাতীয় পত্রপত্রিকায়। তোমাদের কাছে এই সকল কাহিনী ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হিসেবে উৎসাহিত করবে।

রেহানা কাশেম অনুকরণীয় এক নারী উদ্যোক্তা

একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নারী উদ্যোক্তা রেহানা কাশেম। মাত্র ৬ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে এখন তার পুঁজি ৫০ লাখ টাকারও বেশি। নারী উদ্যোক্তাদের কাছে এক অনন্য আদর্শ তিনি। সাধারণ এক গৃহবধূ থেকে একজন অনুকরণীয় নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার কথা জানতে তার মুখোমুখি হয়েছিল সাপ্তাহিক ২০০০। তিনি জানালেন, একজন সাধারণ গৃহবধূ হিসেবে অবসর সময়ে কুশন কভার, টেবিল ম্যাট, ন্যাপকিন ইত্যাদি তৈরি করতেন। প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধবরা তার এই কাজগুলো পছন্দ করতেন। অনুরোধ করতেন এসব ডিজাইনের পণ্যগুলো তৈরি করে দিতে। নিজের এই মেধা এবং সৃজনশীলতাকে পুঁজি করে ১৯৮২ সালে অপেশাদারভাবেই তিনি শুরু করেন হস্তশিল্প ব্যবসা। কিন্তু হঠাৎ করেই স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং বাজার থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর পুরোপুরি পেশাদারিভাবেই তিনি শুরু করলেন এই ব্যবসা। এ সময় তার প্রাথমিক পুঁজি ছিল মাত্র ৬ হাজার টাকা। কিন্তু এখান থেকে যে লাভ হতো সেটাও তিনি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতেন ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রত্যাশায়। অভাবনীয় সাড়া পেয়ে মেয়েদের পোশাক ডিজাইনিং এ মনোযোগ দেন তিনি। ১৯৮৫ সালে এসে তার পুঁজি দাঁড়ায় প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ বছর তিনি তার ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন সাতরং হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড ফ্যাশন নামে। এ সময় প্রথম অর্ডারটি পান ফ্যাশন হাউস ভূষণের কাছ থেকে। তার কাজে মুগ্ধ হয়ে ভূষণের স্বত্বাধিকারী তাকে পাঞ্জাবি তৈরি করার কার্যাদেশ দেন। সেই থেকে শুরু। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। রাজধানীর অনেক ফ্যাশন হাউসে তার পোশাক শোভা পেয়েছে, বিক্রি হয়েছে।

ব্যবসায় প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদামতো পণ্য সরবরাহ করা তার জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। যদিও রেহানা কাশেম ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতেন, তারপরও তিনি ঋণ নেয়ার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তবে মাইডাসের বিষয়ে তার ধারণা ছিল ইতিবাচক। যাহোক, ১৯৯৫ সালে তিনি মাইডাস থেকে ২ লাখ টাকা জামানতবিহীন ঋণ পেলেন। মাইডাসের এই ঋণের মাধ্যমে তিনি তার সেলাই মেশিনের সংখ্যা বাড়িয়ে নিলেন ১৮ থেকে ৩৭-এ। অল্পদিনের মধ্যে তার একাগ্রতা এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি মাইডাসের শীর্ষ ব্যক্তিদের নজরে এলো। তারা তাকে একজন ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা না করে তার ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক বাড়ানোর কাজে সহায়তা করলেন। মাইডাস মিনি মার্টের সদস্য হলেন তিনি। এভাবে তার পোশাক সমাজের আরেকটি বড় অংশের কাছে পরিচিতি পায় এবং প্রশংসা কুড়ায়। সময়ের ব্যবধানে মাইডাস তাকে পুনরায় সাড়ে ৭ লাখ টাকা ঋণ দেয়।

মাত্র ৬ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসায় শুরু করে রেহানা কাশেমের ব্যবসায়িক পুঁজি এখন প্রায় অর্ধ কোটি টাকা। বর্তমানে ঢাকার তিনটি গুর"ত্বপূর্ণ জায়গায় তার প্রতিষ্ঠানের শোরুম রয়েছে। তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন প্রায় ৩শ কর্মী। তার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার এখন দেড় কোটি টাকা। ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রেহানা কাশেম একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০০ সালে জবস, ইউএসএইড, ২০০১ সালে ডেইলি স্টার অ্যাওয়ার্ড এবং ২০০৩ সালে অনন্যা বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পান তিনি।

৬৭ বছর বয়সী এই গুণী নারী তিন পুত্র এবং এক কন্যাসন্তানের জননী। জানালেন, তার সন্তানরা শুরুতে তার কাজ নিয়ে দ্বিধায় থাকলেও এখন সবাই তাকে নিয়ে গর্ব করেন। তাছাড়া এখন তার কাজের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন পুত্রবধূ শামীমা খান। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে একটি আনন্দদায়ক তথ্য জানালেন রেহানা কাশেম। তার পরিবার এখনও একান্নবর্তী। সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে থাকেন।

ব্যবসায়িক বিষয়গুলোকে রেহানা কাশেম এক ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড হিসেবেই দেখেন। তার নিজের উদ্যোগের কারণে বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে এটাকেই বড় করে দেখতে চান তিনি। নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তার পরামর্শ হলো মেধা খাটিয়ে কাজ করার। নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করলে সাফল্য আসতে বাধ্য। কাউকে অনুসরণ করে কিংবা পরনির্ভরশীল হয়ে কাজ করা উচিত নয় বলেও মনে করেন তিনি।

নিজের সাফল্যের রহস্য কী এই প্রসঙ্গে রেহানা কাশেম বললেন, 'আমি সততার সঙ্গে একাগ্রতা, নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে গেছি। কাউকে ঠকানো কিংবা কোন ধরনের ছলচাতুরী নিয়ে কাজ করিনি।' তবে নিজের কাজের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রায় বেশ কিছু মানুষ আর প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। মাইডাস পরিবারের সব সদস্য বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, তত্তাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রোকেয়া আফজাল রহমানের সহায়তার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন তিনি। সূত্র: সাপ্তাহিক ২০০০
সূত্র: কালের কণ্ঠ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

নিজের ইচ্ছা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল নাছিমা

শিল্প ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করছে নারী উদ্যোক্তরা। অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জনের যুদ্ধে এমনি একজন সংগ্রামী নারী নাছিমা। নিজের অদম্য ইচ্ছা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্রভাবে নিজের বাসভবনে শুর" করেছিলেন টেইলারী। পরবর্তীতে স্বামী পরিবারের লোকজনের সহযোগিতায় শুর" হয় তার ব্যবসায়। প্রথম অবস্থায় মার্কেটে দোকান নিয়ে বসলে অনেকে অনেক ধরনের কটু কথা বললেও মনোবল ও সাহস হারাননি নাছিমা। স্বামীর সহযোগিতায় ফেনী শহরের শাহীন একাডেমী রোডস্থ একটি মার্কেটে দুইটি সেলাই মেশিন নিয়ে শুর" করেন টেইলারী। বর্তমানে তিনি টেইলারী পাশাপাশি লেডিস ও বোরকা হাউজসহ মহিলাদের বিভিন্ন পোশাক বিক্রি করেন। এছাড়া সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে গার্মেন্টস ও নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে তার এ সাফল্যে অন্যান্য নারীরাও উৎসাহী হয়ে ওঠেছে। এক সময় কুসংস্কার, সামাজিক অবস্থা ও ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণে নারীদের ঘরের বাহিরে বের হতে দেয়া হতো না। বর্তমানে সে অজ্ঞতা কেটে গেছে। বিভিন্ন স্থানে নারীরা তাদের পেশায় সাফল্য লাভ করছে। তাদের দেখাদেখি সাধারণ নারীরাও বিভিন্ন পেশায় কাজ করতে উৎসাহী হচ্ছে। পুর"ষের পাশাপাশি নারীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে এগিয়ে আসায় নারী ক্রেতাদের জন্য কেনাকাটা করতে সুবিধা হয়েছে। ব্যাপক বৈপ□বিক পরিবর্তন এসেছে নারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। একসময় বলা হতো নারী শুধু ঘর সংসার করবে। কিন্তু

বর্তমানে ঘর সংসারের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখছে। ফলে দেশের উন্নয়নের চাকাও গতিশীল হয়ে ওঠেছে। নারী ব্যবসায়ের অগ্রযাত্রায় কর্ণধার নাছিমা জানান- নিজের ইচ্ছা ও অদম্য প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারলে পুর ষের পাশাপাশি নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে।
সূত্র: দৈনিক অজেয় বাংলা এপ্রিল ০৪, ২০১৩

বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত সূযোগ-সুবিধা

আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, আগ্রহ, উদ্ভাবন শক্তি ও শ্রম নিপুণতা রয়েছে। বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এ জন্য বিডিবিএল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। উদ্যোগ গ্রহণের এসব সহায়তা একজন সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপন ও তা সফলভাবে পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করে। প্রকৃতি অনুয়ায়ী এসব সহায়তাকে উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সর্ম্পকে অবহিতকরণ, শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শদানকে বোঝায়। সমর্থনমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন, পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ, পুঁজির সংস্থান, অবকাঠামোগত সহায়তা, কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমর্থনমূলক সহায়তা। অন্যদিকে সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করা হয়। নিম্নে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রদত্ত সহায়তাগুলো তুলে ধরা হলো:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত যুবকদেরকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়, কৃষি খামার, মৌমাছি পালন, গবাদিপশু পালন, মৎস চাষ, কম্পিউটার শিক্ষা, অফিস ব্যবস্থাপনা, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে প্রারম্ভিক পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থাও করে থাকে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

শহর ও গ্রামের মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা অধিদপ্তর নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, হস্ত শিল্প, বাটিকের কাজ, বুনুন শিল্প, সেলাই ইত্যাদি।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন অন্যতম সাফল্যজনক কার্যক্রম হচ্ছে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন। এ কর্মসূচির আওতায় ধানমন্ডিস্থ রাপা প াজার ৪র্থ ও ৫ম তলায় স্থাপিত হয়েছে জয়িতা বিপণন কেন্দ্র। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৬-১১-২০১১ তারিখ হোটেল রূপসী বাংলা থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জয়িতার কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং জয়িতার লগো উন্মোচন করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে ১৬০০০ এর অধিক নিবন্ধিত স্বেচছাসেবী মহিলা সমিতি রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের এ সকল সমিতির সদস্যদের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট নারী উদ্যোক্তা রয়েছে। পর্যাপ্ত ও অনুকুল নারীবান্ধব অবকাঠামো না থাকার কারণে তৃণমূল পর্যায়ের ছোট ছোট নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারতেন না। এ সমস্ত নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের পণ্য বা সেবা বিপণনে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। ছোট ছোট নারী উদ্যোক্তাদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বাজারজাতকরণের জন্য মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে নারী উদ্যোক্তারা পূর্ণাঙ্গ সুফল ভোগ করতে পারতেন না এবং উদ্যোগগুলো টেকসই হত না। দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে জয়িতার মাধ্যমে একটি নারী উদ্যোক্তা বান্ধব আলাদা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে সারা দেশব্যাপী গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এতে করে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হবে।

নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে; নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস পাবে। সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়ন এবং পর্যায়ক্রমে দেশের দারিদ্র বিমোচন হবে।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ এর অধ্যায়-৯ এ 'শিল্পায়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশ' শিরোনামে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হয়। সেগুলো হলো:

১. নারী শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে প্রাক বিনিয়োগ পরামর্শ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে এবং উদ্বুদ্ধ করণে সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সেবা প্রদান করবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় বেসরকারি খাতকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

২. ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে নারী শিল্পোদ্যোক্তারা যাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেজন্য বিবিধ প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা।

৩. নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি খাতের সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৪. নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রচলিত নীতিসমূহকে মূল্যায়ন ও সহজীকরণ করা হবে। আর্থিক ও ব্যাকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে শিল্প মন্ত্রণালয় নারী-বান্ধব ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা শিল্প ঋণ, ইকুইটি ক্যাপিটাল, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, চলতি মূলধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রবেশ নিশ্চিত করবে। উচ্চ মানের প্রকল্প প্রস্তাবনার জন্য নারী উদ্যোক্তাদেরকে বন্ধকীমুক্ত ঋণ ও গ্রুপ ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. আইসিটি, লন্ড্রি, পর্যটন ও সেবা, বিউটি পারলার, বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইত্যাদি সেবামূলক খাতসহ মৎস্য, কৃষি ও হস্তশিল্প খাত এবং গবাদি পশু প্রতিপালন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া।

৬. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় নারী শিল্পোদ্যোক্তাগণ যাতে ব্যাপকভাবে অংশ নেয় সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা।

৭. নারী শিল্পোদ্যোক্তা ও তাদেরকে সহায়তাদানকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এজেন্সিগুলোর মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক আদানপ্রদান/শেয়ারিং এর বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।

৮. নারীর অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অংশগ্রহণ ক্ষেত্রে যেসব আইনগত বাধা রয়েছে সেসব বাধা চিহ্নিত করার পাশাপাশি অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জাতীয় বাজেটে (২০১২-২০১৩) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ

২০১২-২০১৩ সালের জাতীয় বাজেটে নারী শিল্পোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি পুনরায় অর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের নূন্যতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে নারীদেরকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বন্ধকবিহীন ঋণ পাবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সুপারিশ

বাংলাদেশে অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নারী উদ্যেক্তাদের ভূমিকা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে সারা দেশের বিবেচনায় এ কর্মসূচি যথেষ্ট ও সমান নয়। তাই নারী উদ্যোগ উন্নয়নে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। প্রথমত সর্বপ্রকার হয়রানিমুক্ত হয়ে নারীগণ যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। শহর-গ্রাম উভয় স্থানে ঋণপ্রাপ্তি সহজতর করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী বিপণনের পথে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দুর করতে হবে। বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করার মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ এ বর্ণিত বিভিন্ন সেবামূলক ব্যবসায়ের কোনগুলো আপনাদের এলাকার মহিলাদের জন্য লাভজনক হতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।

সেবামূলক ব্যবসায়	
আইসিটি	
লন্ড্রি	
পর্যটন ও সেবা	

সারসংক্ষেপ

- উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ, শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দানকে বোঝায়।
- সমর্থনমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন, পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ, পুঁজির সংস্থান, অবকাঠামোগত সহায়তা, কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমর্থনমূলক সহায়তা।
- সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিচের কোন্‌টি ব্যবসায় উদ্যোগ–

ক. বাড়ির খালি জায়গায় বাগান করা
খ. দূর্গম স্থান থেকে মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা
গ. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে গাড়ি চালনা করা
ঘ. মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করা

২. ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য–

i. সৃজনশীলতা
ii. ঝুঁকি এড়ানোর মানসিকতা
iii. পুঁজি সংগ্রহের দক্ষতা

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

রাসেল স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সে ও তার বড়ভাই মিলে পারিবারিক পুকুরে মৎস চাষ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিছু বন্ধু-বান্ধব ঝুঁকির কথা বলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। কিন্ত তারা এতে থেমে যায়নি।

৩. রাসেলের মৎস্য চাষ শুরু করার কাজকে কী বলা যায়?

ক. উদ্যোগ
খ. ব্যবসায় উদ্যোগ
গ. ব্যবসায়
ঘ. শখ

৪. বন্ধু-বান্ধবদের নিরুৎসাহে থেমে না যাওয়াতে এনায়েতের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন্ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে-

ক. ধৈর্য
খ. সাহস
গ. উদারতা
ঘ. চ্যালেন্স গ্রহণ করার মানসিকতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

কাজল ছোট-বেলা থেকেই ছবি আঁকে। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে ছবি ও ব্যানার লিখে থাকে। পরীক্ষার পর কাজল একটি এনজিও এর অনুরোধে কিছু পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে দেয়। এতে তার হাতে বেশ কিছু অর্থও আসে। ব্যানারের নিচে কাজল আর্ট দেখে শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধব সবাই তার প্রশংসা করে। এতে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। কাজল স্বপ্ন দেখে পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে একদিন তার 'কাজল আর্ট' এর সুনাম ও পরিচিতি এলাকার বাইরেও ছড়িয়ে দিবে।

ক. উদ্যোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

খ. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. উদ্দীপকের কাজলের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার কী কী গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. কাজলদের মতো নবীন উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আরও কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১. ঘ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১. ঘ ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১. ঘ ২. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ ঃ ১. ক ২. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ ঃ ১. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ ঃ ১. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ ঃ ১. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৯ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ